তারিখ · 28 · APR · 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৮— কলাম...৬ ......

কালের কণ্ঠ

ধামরাইয়ে শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতি, তদন্ত কমিটি গঠন

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

ধামরাই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বিক্রি, শিক্ষকদের বদলি ও টাইম স্কেলের বিষয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগ তদন্তে গতকাল সোমবার একটি কমিটি গঠন করেছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম রফিকুল ইসলাম জানান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পিকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা দীলিপ কুমার সাহা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রেজাউল করিম। তদন্ত কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রধান সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পি বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতির বিষয়ে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিবেদন পেশ করা হবে।'

উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষকের কাছ থেকে জানা গেছে, উপজেলার ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে প্রায় ৪৬ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান নিজস্ব উদ্যোগে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা-২০১৫ (সিলেবাস) ছাপান। তিনি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সিলেবাসগুলো প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করেন। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা তাঁদের আওতাধীন (ক্লাস্টারভিত্তিক) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে তা ধরিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করার আগেই প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে এর মূল্য বাবদ অগ্রিম টাকাও নিয়েছেন। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তুলনায় অতিরিক্ত সিলেবাস দিয়েছেন। অতিরিক্ত সিলেবাসের মূল্যও প্রধান শিক্ষকদের দিতে হয়েছে। বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ২০১৫-এর মূল্য প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পাঁচ টাকা ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১০ টাকা করে বিক্রি করেন। এ ছাড়া কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটির মূল্য নিয়েছেন ১০ টাকা।ধামরাই সেন্ট্রাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. ইসলাম অভিযোগ করেন, 'প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করে থাকে। এখতিয়ারবহির্ভূত হলেও ওই সব কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীরা সরকার থেকে বিনা মূলে বই নিয়ে থাকে বলে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা কিনে নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছেন শিক্ষা কর্মকর্তা।' এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দৌলতর রহমান বলেন, 'গত বছর বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা (সিলেবাস) দেওয়া হয়নি, ফলে পাঠদানে সমস্যা হয়েছে। তাই এ বছর শিক্ষার্থীদের কাছে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বিক্রি করেছি।' তবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহীন আরা বেগম বলেন, 'বিধান মতে কোনো কর্মকর্তা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করতে পারেন না।' কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, ওই কর্মকর্তা সদ্য জাতীয়করণ হওয়া ধামরাই উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৪ জন শিক্ষকের প্রাপ্য টাইম স্কেল অনুমোদন দিয়েছেন এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে। যে শিক্ষক একটি টাইম স্কেল প্রাপ্য হয়েছেন তাঁর কাছ থেকে এক হাজার, যিনি দুটি টাইম স্কেল প্রাপ্য হয়েছেন তাঁর কাছ থেকে দুই হাজার ও যিনি তিনটি টাইম স্কেল প্রাপ্য হয়েছেন তাঁর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন দৌলতর রহমান।